পি. ইজ পিকাশো থেকে পিকাশো

গৌতম সেনগুপ্ত

১৮৮১ সালের ২৫শে অক্টোবর পিকাশো যেদিন প্রথম পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হন - তখন তাঁর অর্থাৎ সেই পুঁচকে শিশুর শ্বাসপ্রশ্বাস হচ্ছিল না। তাঁর মা'কে নিয়ে দাই মহা ব্যস্ত। বাচচাটা হয়তো মারাও পড়তে পারতো। ডাক্তার কাকা ডন সালভাদর বাচচাটার নাকের ফুটোয় শেষ চেষ্টা হিসেবে ছেড়েছিলেন কড়া তামাকের ধোঁয়া। শু হয়শ্বাসপ্রশ্বাস হৃৎস্পন্দন। বেঁচে যায় বাচচাটা। এ গল্পটা দিয়ে শু না করলেও চলতো হয়তো, কেন না এ কাহিনী অনেকেরই জানা।

পিকাশো যখন জন্মালেন তখন আইনস্টাইন দু-বছরের বালক। আঁরি মাতিসের বয়স বারো। সবে আঁকাআঁকি শু করেছেন ভ্যান গঘ্ - এমন কি তিনি তখনও বিখ্যাত আলু খাইয়েদের ছবিও আঁকেন নি। গুস্তাভ কোর্বে, ক্লদ মনে, এডুয়ার মানে, রেঁনোয়া প্রভৃতি ইমপ্রেসানিস্টরা প্রায়ই গ্রুপ একজিবিশন করছেন ফ্রান্সে। তখন পল গঁগাও ওই ইমপ্রেসানিস্টদেরই একজন। ঈফিল টাওয়ার তখনো প্যারির স্কাইলাইন বদলে দেয়নি। টলস্টয়, চেখভ, মঁপাসা লেখালেখিতে খ্যাতির শীর্ষে। এমিল জোলার খুব খ্যাতি। জর্জ ব্রাক তখন তাঁর মায়ের পেটে।..... প্রথম বুয়র যুদ্ধ শু হল ওই ১৮৮১তে। রাশিয়ার জার ২য় আলেকজান্ডার খুন হলেন সন্ত্রাসবাদীদের হাতে। বেরোচ্ছে মার্ক টোয়েনের প্রিন্স এন্ড দি পপার, হেনরি জেমসের দি পোট্রেট অফ এ লেডি। আর এই কলকাতার শহরে কুড়ি বছরের লাজুক রবীন্দ্রনাথ 'ভগ্নহৃদয়' উৎসর্গ করছেন বৌদিকে। লিখেছেন বাল্মিকী প্রতিভা। আঠারো বছরের নরেন্দ্রনাথ দত্ত ঠাকুর বাড়িতে ব্রহ্মসংগীত গাইবার রিহার্সালে যান নিয়মিত। কোন স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা নেবার সময়ে পরীক্ষার্থীকে দিব্যি পিকাশোর পুরো নামটি শোনানোর পর, ফের বলতে বলা যেতে পারে। আর তাতে অনেকেই কুপোকাৎ হবেন মনে হয়। তাঁর পুরো নামটি হল - পাবলো দিয়াগো জোস ফ্রানসিসকো দি পাউলা জুয়ান নেপোমুসিনো মারিয়া দে লোস রেমিডিওস ত্রিসপিয়ানো স্যান্ডিসিমা ত্রিনিদাদ ইস ঈ পিকাশো।

'আর্ট ইজ এ লাই দ্যাট এ ট্রুথ' কিংবা 'আই ডু নট সিক, আই ফাইন্ড' - এই সমস্ত পিকাশোর কথাবার্তা তাঁর সম্বন্ধে লেখা অনেক বই বা লেখালেখিতেই কোট্ করা হয়। সত্যি বলতে কি পিকাশোকে নিয়ে দুনিয়ায় যত লেখালিখি হয়েছে পৃথিবীর নানান ভাষায় ছাপার অক্ষরে, অত লেখালিখি সংস্কৃতি জগতের আর কাকে নিয়েই হয়নি। আর হওয়াটা খুব স্বাভাবিক। ওনার মতন অমন অফুরান জীবনীশক্তি নিয়েই বা ক'জন জন্মায়? ওনার সমগ্র সৃষ্টির তালিকা দেখলে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে যাওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোন রাস্তা নেই। তার ওপর উপরি বিস্ময় হল সব কাজই একদম মৌলিক। কিই না কি যে করেছেন পিকাশো - ক্ল্যাসিকাল হোক, স্পেনের আদিম শিল্পই হোক, মধ্যযুগীয় কি গ্রীক কিংবা রোমান, বাইজানটাইন অথবা গথিক, নয়তো আফ্রিকার শিল্পকলা, তাঁর সমসাময়িক ইমপ্রেসানিস্টদের বা পোস্ট-ইমপ্রেসানিস্টদের মধ্যে সেজনা, তাঁর অতি পছন্দের পূর্বসূরী তুলোজ লত্রেক - সব কিছুকে তিনি আত্মস্থ করে নতুন ব্যাঞ্জনায় নবতম রূপকল্পে প্রকাশ করেছেন। কোন বাঁধা মিডিয়ামেও নয়, তেলরংএ, প্যাস্টেলে, গুয়াশে, জলরংএ, কালিতে, চারকোলে, পেনসিলে, ক্যানভাসে, কাগজে, বোর্ডে, পাথরে, ব্রোঞ্জে, প্লাস্টারে, ধাতুর পাতে, সেরামিকতে এমন কি আবর্জনা থেকে তুলে আনা কোন কিছুতেও তিনি শিল্পের বিপুল প্রভাব সৃষ্টি করেছেন। বৈচিত্র্যে, কৌশলে, গভীরতায়, তীব্রতায় তাঁর ধারে-কাছে দাঁড়ানোর লোক শিল্পের ইতিহাস আগে কখনো দেখেনি।

যেখানে পিকাশো জন্মান, জায়গাটা ছিল স্পেনের মালাগার প্লাজা দে লা মারসেডে।

পিকাশোর চেয়ে তাঁর বাবা ডন জোস ইজ ব্লাসকো ৪৩ বছরের বড় ছিলেন। ৭৫ বছর বয়সে যখন ব্লাসকো মারা যান তঁার প্রথম ও একমাত্র পুত্র তখন কিউবিস্ট চিত্রকর রূপে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত। নিউইয়র্কে হচ্ছে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী, মুনিখে হচ্ছে রেট্রোসপেকটিভ, গ্রুপ শো হচ্ছে লন্ডনে, বার্লিনে, মস্কোতে বুডাপেস্টে, কোলনে, প্রাগে। অর্থাৎ এক বিখ্যাত পারসোনালিটির বাবা হিসাবে ব্লাসকো কবরে প্রবেশ করেন। এটাই তিনি চেয়েছিলেন। বাবার শেষকৃত্যে পিকাশো বারসিলোনাতে গিয়েছিলেন।

এই ডন জোস ইজ ব্লাসকো ছিলেন স্পেনের উত্তর পশ্চিম প্রদেশ লিওনের এক প্রাচীন পরিবারের সন্তান। তিনি ১৮৮০র ৮ই ডিসেম্বর বিয়ে করেন ডোনা মারিয়া পিকাশো ঈ লোপেজ'কে। ডোনা মারিয়া জন্মসূত্রে আন্দালুসিয়ান হলেও তঁাদের পরিবারের ধমনীতে মিশে ছিল আরব রক্ত। ডন জোস ইজ ব্লাসকো মালাগার স্থানীয় মিউনিসিপাল মিউজিয়ামের কিউরেটরের কাজ ছাড়া সান টেলমো স্কুল অব আর্ট এন্ড ক্রাফ্টের শিক্ষক ছিলেন। তিনি ছিলেন বেশ ভদ্র গম্ভীর দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক। স্পেনীয় চরিত্র থেকে খানিক অন্যরকম, আশেপাশের লোকেরা বলতো 'ইংলিসম্যান'। রোজগার আহামরি ছিল না - তবে চলেও যেতো। সংসারে স্ত্রী ছাড়া ছিল অবিবাহিত বোন ওঝাশুড়ি।

পিকাশো তাঁর খুব ছোটবেলার কথা বলতে পারতেন। তাঁর যখন ৩ বছর বয়স মালাগায় ভূমিকম্প হল ডিসেম্বরে। বন্ধু ও জীবনীকাল জেইস্ স্যাবাতেকে বলেছিলেন, ভূমিকম্প শু হতেই বাবা আমাকে বগলে চেপে মা'র হাত ধরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে অনতিদূরে এক বন্ধুর বাড়ি চললেন। মনে আছে বাবার মাথায় টুপি ছিল। আমার মাথায় টুপি ছিল না। মার মাথায় স্কার্ফ, অমন করে মাকে আগে স্কার্ফ বাঁধতে দেখিনি। বাবার বন্ধুর বাড়িটাতে ওঠা হল। ওখানেই মা'র বাচচা হল, আমার বোন। ওর নাম লোলা।

৫ বছরের ছেলেটি মালাগার একটি স্কুলে পড়তে যেতো। ঠিক সেই সময়ে কি আঁকতেন তার কোন হদিস পাওয়া যায় না। তবে স্কুলে তখন অল্প বিস্তর আঁকার ক্লাস হতো ছোট ছোট ছেলেপুলেদের। পিকাশো রোনাল্ড পেনরোজ'কে বলেছিলেন - তখন তিনি স্কুলের আঁকার ক্লাসে স্পাইরাল আঁকতেন। পড়াশোনায় খুব একটা আগ্রহ ছিল না। ভোকাবুলারির যে বইটা পড়তেন তা মিউজিয়ামে আছে। তার মলাটে পেনসিলে ৬ বছরের ছেলে বেড়াল এঁকেছে। স্কুলের খাতাগুলোও মিউজিয়ামে আছে তার ওপর আঁকা হয়েছে ঘোড়ায় চড়া সৈন্য, তরোয়ালের যুদ্ধ ও বুলফাইটের ছবি। আর সারিবদ্ধ নৌকা পাল তুলেছে সাগরজলে।

ছোট ছেলেটির হাতে প্রায় সর্বক্ষণই থাকতো পেনসিল। বোন লোলা বা আত্মীয়স্বজন কেউ কিছু এঁকে দিতে বললে ঝট্পট্ এঁকে দিতেন। বাবা অবাক হলেন ছেলের আঁকা পায়রা দেখে। টু, থ্রি ও সিক্স সংখ্যাগুলোকে অদ্ভুত কায়দায় জুড়ে ছেলেটা পায়রা এঁকে দেয়। বাবা বুঝলেন ছেলে এ পৃথিবীতে এসেছে অস্বাভাবিক প্রতিভা নিয়ে। তিনি নিজে শিল্পের শিক্ষক। ছেলেকে আঁকা শেখাতে লাগলেন সযত্নে। প্রাথমিক সব জ্ঞান হচ্ছে ছেলের। ব্রাস চালানো, রংএর ব্যবহার, রং মেশানো, কেমন ক্যানভাস নেবো, বা কাগজ কেমন চাই সব শিখতে লাগলেন বাবার কাছে। বাবা যখন আঁকতেন, মন দিয়ে দেখতেন। বাবা খুব পায়রা আঁকতে ভালবাসতেন। বাবার কথা শুনে, আঁকা দেখে ছোট্ট ছেলেটার মনে হতো আসলে শান্তি আশা আর সরলতা পায়রার রূপ নিয়ে এই পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায়। পরবর্তী কালে ১৯৪৯ এ প্যারির শান্তি সম্মেলনের বিশ্ববিখ্যাত পোস্টার শিল্পীটি শৈশবের সেই সব পায়রার কথা ভেবেই এঁকেছিলেন। এঁকেছেন বহুবার - পায়রার ছবি। শান্তি ও পায়রা তাঁর কাছে সমার্থক।

আট বছরের ছেলের আঁকা জীবনের প্রথম অয়েলচিত্রের নাম দি লিটিল পিকাডোর। মাপ ২৪ সেমি ১৯ সেমি। বুলফাইট এরিনার ছবি। বাবার সঙ্গে বুলফাইট দেখতে যেতো ছেলেটি। বুলফাইটিং স্পেনীয়দের জাতীয় খেলা। মধ্যযুগে মূর জ াতীয় লোকেরা স্পেনে বুলফাইটিং চালু করেছিল। তা ছিল ধনীদের বিলাস। পরে পেশাদার বুলফাইটিং চালু হয়। মাত াদোররা উজ্জ্বল ভেলভেটের পোশাকে এরিনায় দাঁড়িয়ে লাল কাপড় নেড়ে প্রলুব্ধ করে ষাঁড়কে। তার তেড়ে আসা থেকে বাঁচায় নিজেকে। পিকাডোররা ঘোড়ার পিঠ থেকে বল্লমের খোঁচায় উত্তেজিত করে ষাঁড়কে। তরোয়াল বিধিঁয়ে দেয় মূঢ় জন্তুটির দেহে। জীবনমৃত্যু নিয়ে এই ছিনিমিনি খেলা পিকাশো জীবনে বহু বহু বার এঁকেছেন। ভাস্কর্য করেছেন। এই ষাঁড়ের ভাবনাই নিয়ে এসেছে ত্রীটের পুরানের যন্ডাসুর, যাবতীয় সামরিক বা একনায়কতন্ত্রের শক্তির প্রতীক হয়েছে। এক সমক ালীন পুরাণকল্প তিনি দেখিয়েছেন - দিয়েছেন তার নবতম ব্যাখ্যা ও ব্যাঞ্জনা - এখানেই তাঁর কাজ তুলনারহিত। স্পেনীয় জীবনে, গাথায় ষাঁড়কে হত্যা একটা বলিদানের প্রতীক। চাতুর্য ও মনোবল সংহত করে দাঁড়ায়, তবে অন্ধপ্রবৃত্তি ও পাশব শক্তির কোন জোর নেই সে মানুষকে হারানোর মত। পিকাশো সর্বত্র দেখিয়েছেন অশুভর ওপর শুভর জয়। এখানেই তিনি আধুনিক মানবসমাজে জাগ্রত বিবেকের মতন নিষ্ঠাবান।

দশ বছরের পিকাশো পরিবারের সঙ্গে চলে যান স্পেনের উত্তর পশ্চিমে কন্নায়। মালাগার তিনপুষের বাস তুলে, বাবা কন্ন ায় দ্যা গ্রানাডা আর্ট স্কুলে প্রফেসরের চাকরি নিলেন। কন্ন আটলান্টিকের পাশে বন্দর শহর। স্থানীয় গ্রামার স্কুলে যেতেন অবশ্য, কিন্তু ছবিতেই বেশী মন। বাবা পায়রা আঁকেন তো ছেলে তাতে পা এঁকে দেয়। বাবা যেখানে আঁকা শেখান সেখ ানেই ভর্তি হলেন গ্রামার স্কুল ছেড়ে। প্রচুর অলংকরণ করেন, মূর্তি দেখে কপি করেন ফিগার । ড্রইংএ সর্বোচ্চ নম্বর পেলেন আর্ট স্কুলে। অন্য শিক্ষকরা বলাবলি করতো - চাইল্ড প্রডিজি। বাবার কাছে প্রথাসিদ্ধ রীতিপ্রকরণ বারো বছরের ছেলে অতি দক্ষতায় ততদিনে আয়ত্ব করে নিয়েছেন। বাবা-মার পোট্রেট করলেন। বোন বসে আছে খালি পায়ে - আঁ াকলেন তেলরংএ লোলা উইথ বেয়ার ফিট। যা আঁকেন। আর্ট স্কুলে আর বিশেষ কিছু শেখার নেই।

১৮৯৪তে বাবা একদিন দেখেন কি, ছেলের টেকনিক ক্ল্যাসিকাল মাস্টার পেনটারদের সমগোত্রীয়। অসামান্য তুলি চাল ানোর ক্ষমতা, রংএর ব্যবহার, অপূর্ব আলোছায়ার সম্পাত। ডন জোন ইজ ব্লাসকো আর জীবনে ছবি আঁকতে চাইলেন না। নিজের রং, ব্যালেট, ঈজেন, তুলিগুলো সব দিয়ে দিলেন ছেলেকে। বুঝলেন - পৃথিবীতে এসেছে এক মহাশিল্পী, আমি আর কিই বা আঁকবো? বাকি জীবনটা শুধু শিল্পের অধ্যাপনাই করবোখ'ন।

ফের বাস বদল। ১৮৯৫তে বাবা বার্সিলোনাতে লা লোনজা অ্যাকাডেমি অফ আর্টসে প্রফেসারের চাকরি পেলেন। কন্ন ায় রেখে এলেন একটি কণ স্মৃতি। পাবলো ও লোলার পর কনচিতার জন্ম হয়েছিল। চার বছরের ছোট্ট মেয়েটির দেহ কন্ন ার মাটির গর্তে শুয়ে রইলো।

বার্সিলোনা তখন শিল্পসংস্কৃতির পীঠস্থান। তণ কবিসাহিত্যিক শিল্পীরা নবজীবনের স্বপ্নে মুখর। ফ্রান্স ও ব্রিটেন থেকে অ াসছে বহু আলোচিত পলিটিকাল লিবারেলিজিমের উন্মুক্ত হাওয়া। গীর্জার শাসন আর রাষ্ট্রশক্তির পেষণের দিকে তণরা করছেন কটাক্ষ আর তুলছেন প্রশ্নের তর্জনী।

বার্সিলোনাতে পিকাশো বাবার আর্ট স্কুলের ছাত্র। প্রথাগত বাস্তবরীতি প্রকরণ তাঁর কাছে অনায়াসলব্ধ ততদিনে। তাঁর দক্ষতা আদায় করছে বড়দের সম্ভ্রম। যদিও বয়স চোদ্দ। মাড্রিড গেছেন। দেখে এসেছেন প্রাডো মিউজিয়াম। স্পেনের মহা শিল্পীদের কাজ স্বচক্ষে দেখে চোখ খুলে গেছে। দেখেছেন রেনেশাঁসের চিত্রকলা। ভ্যানডাইস্, টিশিয়ান, এল গ্রেকো, মুরিল্লো আর সর্বোপরি ভেলাসকোয়েথ মুগ্ধ করে দিল তাঁকে। যে ভেলাসকোয়েথ সম্পর্কে এডুয়ার মানের মত ছিল উনি ছিলেন পেনটারস্ পেনটার। আবার ভাল লেগেছে প্রির‍্যাফেলাইটদের কাজ। আধুনিকদের মধ্যে মুংখের ছবি। তবে সবচেয়ে মনের মতন লাগে ফরাসী শিল্পী তুলোজ লত্রেকের ছবি। লত্রেকের অল্প লাইনে বহু কিছু বলা, সংক্ষিপ্তভাব ও ড্র

াফট্স্ম্যানশিপ মুগ্ধ করে চোদ্দ পনের বছরের শিল্পীকে। এই সময়ে পিকাশোর আঁকা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছবি হল ক্ল্যা সিকাল স্টাইলের - ফার্স্ট কমিউনিয়ান। একটি চার্চের অভ্যন্তরের ছবি।

পনেরো বছরে আঁকা ছবি সায়েন্স এন্ড চ্যারিটি দেখানো হল ম্যাড্রিডের জাতীয় প্রদর্শনীতে। মালাগা থেকে ছবিটি আনলে া সোনার মেডেল। তিনি বনে গেলেন স্বীকৃত পাকা আঁকিয়ে। বলা যায় বাল্যজীবন শেষ হয়ে গেল ওই ছবিতেই। অবশ্য পিকাশো পরবর্তীকালে বাচচাদের আঁকা একটি ছবির প্রর্শনীতে বলেছিলেন - এদের মতন আমি কোনদিনই আঁকতাম না। আমার ছবির কোন বাল্যকাল নেই। কেন না বারো বছর বয়সেই আমি রেনেসাঁসের মহাশিল্পী র‍্যাফেলের মতন আঁকত াম।

কাকা ডন সালভাদর মালাগা থেকে টাকা পাঠালেন ভাইপোর কৃতিত্বে খুশী হয়ে - ইচ্ছে ভাইপো ভর্তি হোক ম্যাড্রিডে রয়াল অ্যাকাডেমিতে। ভর্তির পরীক্ষায় তাঁর দক্ষতা দেখে শিক্ষকরা হতবাক। উঁচু ক্লাসে ভর্তি হলেন। কিন্তু ওখানকার গতানুগতিক শিক্ষাপ্রণালী থেকে নতুন কিছু পেলেন না। বুঝলেন নিজের বিবেচনা, চি, মূল্যবোধ, বুদ্ধি আর্ট স্কুলে পড়েই হয় না। নিজেই নিজেকে গড়ে তুলতে হয়। রয়াল অ্যাকাডেমি ছাড়লেন, বাবা রাগ করলেন এই সিদ্ধান্তে। একগুঁয়ে ছেলে। চলে এলেন বার্সিলোনায়।

বাবাকে বলেছিলেন বাড়ির কাছাকাছি একটা স্টুডিও করে দিতে। সেটাও পোষালো না। বাড়ির বড়দের শাসন আর ভাল লাগে না। বন্ধু ম্যানুয়েল প্যালরেসের সঙ্গে স্টুডিও খুললেন, ছবি হয়ে উঠলো জীবনের সর্বস্ব।

প্যালারেসের সঙ্গে বার্সিলোনার রাস্তায়, বন্দরে, ক্যাবারেতে পানশালায় ঘোরেন। এই সময়ে যা যা আঁকেন তাই যেন পরে আরো গভীর ও তীব্র হয়ে ফিরে এসেছে তাঁর ব্লু পিরিয়ড বা সুবিখ্যাত নীলপর্বের বেদনা-হতাশা-দারিদ্র্য লাঞ্ছিত দীর্ণ বাস্তবের ছবিগুলোতে। বার্সিলোনার জীবনের তিনি চিত্রকর - তণ মনে ঘা দিয়ে যায় ক্লান্ত বৃদ্ধ, ছ্যাকড়াগাড়ির দরিদ্র চালক, ডক শ্রমিক, সন্ন্যাসিনী, বিগত যৌবনা বারাঙ্গনারা, কত নারী ও পুষ। কোন কোন ছবিতে ব্যঙ্গের আভাস। উঠতি তণ বন্ধুদের সঙ্গে কখনো যান প্যারী ও চিনোতে - বার্সিলোনার পরে ক্যানভাসে।

১৮৯৮তে স্কারলেট ফিভারে আত্রান্ত হবার পর টানা নটি মাস রইলেন বন্ধু ব্যালারেসের গাঁএর বাড়িতে। তখন কিউবার দখল নিয়ে স্পেন আর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের লড়াই বেঁধেছে। স্পেন হেরে গেল। দেশে আর্থিক দুরবস্থা। ব্যালারেসের গঁ াএর বাড়ি, প্রকৃতির অকৃপণ দানে পরিবূর্ণ গ্রাম। ক্যাটালোনিয়ার সেই গ্রামে কত স্কেচ করতেন। পরে বহুবার বলেছেন সেই গ্রাম থেকে কত কি শিখেছি। চাষাদের সহজ সরল জীবন, পরিশ্রমী জীবন, প্রাণবন্ত জীবন - সবই আজীবনের সম্পদ দিয়েছিল আমাকে।

বার্সিলোনায় তণ শিল্পী ও কবি সাহিত্যিক বন্ধুরা মিলে আড্ডা বসতো দি ফোর ক্যাটস্ বলে একটা কাফেতে। তাদের মেনুকার্ডও এঁকে দিলেন। একটা ম্যাগাজিনও বেরোতো। নাম জোভানটাড অর্থাৎ তাণ্য। তাতেও আঁকতেন। বাবা পছন্দ করছেন না এই বোহেমিয়ান জীবন।

প্রচুর ছবি করছেন। সেই সব ছবির তলায় সই করছেন পি. ইজ পিকাশো।

আর এক প্রিয় বন্ধু কার্লোস ক্যাসাগামার সঙ্গে গেলেন প্যারী। প্রথম প্যারী দর্শন। ভেবেছিলেন স্বপ্নের শিল্পী তুলোজ লত্রেককে দেখবেন। দেখা হয়নি। প্যারীতে সাংস্কৃতিক জগতে দেখলেন ঝিসংস্কৃতির রূপ। তা ব্যাপ্ত ও বিশাল। স্পেনীয় যে সব চিত্রকর প্যারীতে থাকতো তারা তণ পিকাশোর পরিচয় করে দিল আর্ট ডিলারদের সঙ্গে। বার্সিলোনা থেকে বয়ে অ

ানা তিনটে বুলফাইটের ছবি বিক্রি হল। পেড্রো ম্যানাক নামে এক আর্ট ডিলার চুক্তিতে এলেন। মাসে ১৫০ ফ্রাঁ দেবেন, বদলে নেবেন পিকাশোর সব কাজ। তখনো ছবির তলায় সই করেন পি. ইজ পিকাশো।

ফের একবার গেলেন প্যারীতে। নতুন বন্ধু উঠতি কবি লেখক ম্যাক্স জেকবের সঙ্গে থাকেন। আস্তানায় একটি মাত্র বিছানা। রাতে জেকব ঘুমোন। সারা রাত ছবি আঁকেন পিকাশো। দিনে তিনি ঘুমোন। জেকব তখন রাস্তায় ঘোরেন।

এই সময়ে বন্ধু ক্যাসাগামা গুলিতে আত্মঘাতী হল। জারমেইন নামে মডেলটিকে সে একতরফা ভালবেসেছিল। জারমেইন কিন্তু ভালবাসতো বহু বল্লভা হতে। নিমফোস্যানিয়াক্ মডেল, প্রেমের মূল্য দেয়নি। বন্ধুর মৃত্যু পিকাশোকে খুব ঘা গিলো। কয়েকটা ছবি করলেন বন্ধুকে নিয়ে। এই মৃত্যুর অভিঘাত কোনদিন মুছে যায়নি তাঁর মন থেকে।

১৯০১ সাল। পিকাশো ছবির তলায় সইটি ছেঁটে ছোট করে আনলেন। শুধু লিখতে লাগলেন পি আই সি এ এস এস ও। এই নামেই তিনি পরবর্তী দিনগুলোয় জগৎবিখ্যাত। পিকাশো - নামটিই একটি মিথের মতন।

তিনি তখন পিকাশো। পাবলো পিকাশো। যা আঁকছেন - তার মূল্য পরে যা দাঁড়ালো - তা হল বিশ্বের যে কোন সংগ্রহক ারী বা শিল্পসংগ্রশালা যে কোন মূল্যে কিনতে পারলে বর্তে যায়! স্পেনীয় উপদ্বীপের প্রত্নরাজি, বুলফাইটের তীব্রতা, ভূমধ্যসাগরের সফেন ঢেউ, ঘননীল আকাশ, রোমানদের ধবংসাবশেষ, মূরদের কৃষ্টির রেশ, যাযাবর জিপসিদের জীবন, তণ বন্ধুদের কাব্য, গ্রামের চাষিদের জীবন, লোকগান সমেত এসে গেলেন নবযুগের বিস্ময় পিকাশো। তারপর পিকাশো আর পিকাশো। গোটা বিংশ শতকের প্রতীকের মতন তিনি বিশ্বইতিহাসের অংশ হয়ে গেলেন।

নিজেও বুঝতেন নিজের গুত্ব কেমন। অনেক পরে একদিন সঙ্গিনী ফ্রাঁসোয়া জিলোকে বলেছিলেন - কিছু লোক যেমন অ াত্মজীবনী লেখে আমিও তেমনি ছবিতে সব রেখে দিই। আমার ছবি তো আমার জীবনের দিনলিপি। দিনক্ষণও পাবে ত াতে। ছবিগুলো সম্পূর্ণই হোক আর অসম্পূর্ণই হোক আমি তা বাছতে যাবো না। ভবিষৎ বেছে নেবে কি থাকবে কি থ াকবে না। আমি তো নিজেই একটা নদীর মতন, যে নদী এগিয়ে চলে ঢেউ এর পর ঢেউ দিয়ে দিয়ে। তাতে যা এসে পড়ে সে সবই ভাসিয়ে নিয়ে চলে। যা পড়ে থাকে, তাকেও টেনে নেয়। আর আমার চলার গতির সঙ্গে সব কিছুই যেতে থ াকে.... যেতেই থাকে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com